পাইলট উদ্যোগ:

CPR Exercise and Education
(হৃদযন্ত্র এবং শ্বাসযন্ত্র বিষয়ক প্রশিক্ষণ-শিক্ষা)

Reform Initiative Ownership (RIO)

A Co-creation of 118th Senior Staff Course

Bangladesh Public Administration Training Centre

Managing Knowledge for Improved Performance

সবিনয় নিবেদন

ছাত্র-জনতার ঐতিহাসিক আন্দোলনের মাধ্যমে ফিরিয়ে পাওয়া রাষ্ট্রের মেরামত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে অর্থ মন্ত্রণালয়ে লেগেছে পরিবর্তনের ছোঁয়া। দীর্ঘ দিনের জড়তা ভাঙতে এবং আগামী দিনের স্বপ্ন পূরণে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ। নাগরিকগণের জন্য উন্নত সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ প্রয়োজনীয় সংস্কারের কাজে মনোনিবেশ করেছে।

সকল পর্যায়ের অংশীজনদের সাথে মিথষ্ক্রিয়া ও মতবিনিময় করে প্রাপ্ত বহুমাত্রিক সংস্কার প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করে ১১৮তম সিনিয়র স্টাফ কোর্সের অন্যতম Artifact হিসেবে নিজ দপ্তরের সংস্কার উদ্যোগকে এক জায়গায় কোডিফিকেশন করা হয়েছে (মডিউল ৬)। এছাড়াও পাইলটিং হিসেবে আগামী তিন মাসে বাস্তবায়নযোগ্য একটি উদ্যোগের কর্ম-পরিকল্পনা ডিজাইন করা হয়েছে (মডিউল ৭)।

এ কর্মপ্রয়াস ১১৮তম সিনিয়র স্টাফ কোর্সের Knowledge - Skills - Attitude (KSA) থিমের অধীনে গৃহীত নানামুখী উদ্ভাবনী প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্জিত একটি ফসল (output)। সময়াবদ্ধ সংস্কারের এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

বিনীত

অতীন কুমার কুন্ডু
যুগ্মসচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
প্রশিক্ষণার্থী, ১১৮ তম সিনিয়র স্টাফ কোর্স, বিপিএটিসি

পার্ট ১ :
একটি সংস্কার উদ্যোগ বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনা

কোথায়, কখন, কীভাবে বাস্তবায়িত হবে উদ্যোগটি টেকসইকরণের কৌশল

পাইলট উদ্যোগ:

CPR Exercise and Education (হৃদযন্ত্র এবং শ্বাসযন্ত্র বিষয়ক প্রশিক্ষণ-শিক্ষা)

সেপ্টেম্বর ২০২৫ - ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫

গভর্ন্যান্স সমস্যার বর্ননা:

বাংলাদেশের অধিকাংশ সরকারী অফিসগুলোর মত অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের কর্মীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও চিকিৎসা সুবিধা কাঙ্খিত মানে পৌঁছায়নি। এ বিভাগের কর্মীদের জন্য পর্যাপ্ত প্রাথমিক চিকিৎসা সরঞ্জাম, প্রশিক্ষিত মেডিক্যাল স্টাফ বা First Aid Kit অনেক ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত। গর্ভনেন্সের একটি উজ্জ্বল দিক প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা কে অবর্তিত করে শ্রম আইন ২০০৬ এবং শ্রম বিধিমালা ২০১৫ প্রণীত হয়েছে যেখানে কর্মচারীদের নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার বাধ্যবাধকতা বর্ণিত হয়েছে। প্রতিটি প্রশাসনিক কাঠামো এবং ইউনিটে অধিকাংশ সময়ে তা কার্যকর করা হয়নি যার মূলে রয়েছে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সচেতনতার অভাব, বাজেট ঘাটতি, প্রতিষ্ঠান প্রধানদের অগ্রাধিকার তালিকায় স্বাস্থ্য সেবা ও উদ্যোগ গুরুত্ব না পাওয়া ইত্যাদি কারণ সমূহ অথচ স্বাস্থ্য বান্ধব পরিবেশ মানবিক দৃষ্টি কোন থেকে যেমন তেমনি প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশীলতা ও দক্ষতাবৃদ্ধির জন্যও অপরিহার্য রুপে গন্য হচ্ছে। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে ৪৯৭ অনুমোদিত পদের বিপরীতে ৪২৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছেন। ১০টি অনুবিভাগও ৯টি ইকোনোমিক উইং বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসে কর্মরত জনবল দারা অর্থ মন্ত্রনালয়ের অধীন এই বিভাগটি পরিচালিত হচ্ছে। সমস্যারুপে সামগ্রিক স্বাস্থ্যকে অবজ্ঞায় রাখা এবং উদূত ঋনাত্বক ফলাফল যে সামগ্রিক সুশাসনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাচ্ছে তা' না বললেও চলে।

এই বিশেষায়িত দপ্তরটি কর্মর্কতা-কর্মচারীগণ বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি থেকে কোনভাবেই যে মুক্ত তা বলা যাবেনা। বিভিন্ন মানষিক শ্রম, পরিবেশ দূষণ এবং অবজ্ঞা স্বাস্থ্য শিক্ষার প্রতি ভালো কোন কার্মকর্তারা- কর্মচারীকে মাঝে মধ্যেই স্বাস্থ্য দুর্ঘটনার মধ্যে পতিত করে। এই সংখ্যার ক্রমশ বৃদ্ধি বলে দেয় যে দপ্তরটি তার কাঙ্খিত কাজ সম্পাদন না করার অবস্থানে আছে। কোন কর্মকর্তা-কর্মচারীর দূরারোগ্য ব্যাধি তার ব্যক্তি পরিবারের জন্য অনেক সমস্যা সৃষ্টি করে এবং অপরণীয় ক্ষতি হয় যখন সক্ষম এ বিভাগের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী মারা যায় এবং তার পরিবারের জন্য। রেকর্ড রয়েছে যে, মিসেস শরীফা খান, প্রাক্তণ সিনিয়র সচিব অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের এবং যিনি ব্যক্তিগত প্রচেষ্ঠায় ২০২৩ সনে ঢাকায় একটি স্বনামধন্য ফার্মাসিটিক্যাল কোম্পানীকে এ বিভাগের সকল কর্মচারীকে হেপাটাইটিস ভ্যাকসিনের তিন ডোজ প্রদান করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এছাড়া, আমার কর্মকালেই এ বিভাগ মহিলা কর্মচারীদের বিশেষ স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং সকল কর্মচারীদের চক্ষু পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছিল। ১১৮তম সিনিয়র স্টাঠ কোর্সে এসে একটি সেশনে শ্বাসযন্ত্র ও হৃদযন্ত্র পুনরুজ্জীবন বা Pluminary Candiac Resurrisation (PCR) বিষয়ে আমি বিশেষ ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে পড়েছি। কেননা K4DM এ বিভাগেরই একটি প্রজেক্ট যার ম্যানেজার কয়েকমাস আগে হৃদযন্ত্র ক্রিয়া-বন্ধ হয়ে মুত্যুবরণ করেন যে মৃত্যুর জন্য আমার ধারনার বাইরে ছিলেন। যে তিনি ছিলেন আপাত দৃষ্টিতে স্বাস্থ্যবান। এধরণের প্রশিক্ষণ আমি আমার বিভাগের জন্য নিতে চাই। আমি মনে করি যে এ ধরণের জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ আমাদের থাকলে নিশ্চিতভাবে মরহুম K4DM এর সেই সহকর্মী আমাদের মাঝে আজ বেঁচে থাকতে পারতেন।

সংস্কার উদ্যোগের বর্ণনা:

CPR এই প্রশিক্ষণ/কর্মকান্ডের উদ্দেশ্য হলো:

১. হঠাৎ শ্বাস বন্ধ বা ক্যার্ডিযাক এ্যারেষ্ঠ হয়ে যাওয়ার পরিচ্ছিতিতে প্রাথমিক চিকিৎসার মাধ্যমে জীবনরক্ষা করা।
২. একটি সচেতন, প্রশিক্ষত ও মানবিক পরিবেশ তৈরী করা
৩. জনসম্পদ ও কর্মচারীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও মহানুভূতিশীল মানসিকতা গড়ে তোলা।
৪.স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রশাসনিক সংস্কৃতিকে আরো মানবিক করা।
৫. কর্মক্ষেত্রে চিকিৎসার সর্বউত্তম ব্যবহার ও প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।

Pulmorary Cardiac Resurrection বা RCR একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ যেখানে কর্মচারী ও নিয়োগ কর্তরা এই জীবনরক্ষাকারী কৌশলে দক্ষ হয়ে উঠতে পারেন এবং জরুরী মুহূর্তে দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে মৃর্তু ঝুঁকি হ্রাস করতে পারেন। নীতি সংস্কার উদ্যোগের মধ্যে মানব সম্পদ সংক্রান্ত কর্ম সংক্রন্ত বিষয়ে জ্ঞান (Knowledge), দক্ষতা (skill) এবং আচরণ (Attitude) উদ্যোগে CPR মানবিক ও আশু প্রয়োজনীয় একটি উদ্যোগ যে কর্মকান্ডের প্রধান উদ্যোগ গুলো হলো:

সংস্কার উদ্যোগের প্রস্তাবিত পরিসংখ্যান:

(ক) পাইলট সংস্কার উদ্যোগের শিরোনাম:

CPR Exercise and Education (হৃদযন্ত্র এবং শ্বাসযন্ত্র বিষয়ক প্রশিক্ষণ-শিক্ষা)

(খ) কোন প্রতিষ্ঠান উদ্যোগটি বাস্তবায়ন করবে?

প্রশাসন অনুবিভাগ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ERD)

(গ) কোথায় পাইলটিং হবে?

পাইলটিং বিবেচনায় যৌক্তিকতা কী? অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের কর্মকর্তা কর্মচারীদের নিয়ে পাইলটিং হবে যদি Piloting Successful হয় তাহলে মন্ত্রী পরিষদ বিভাগের মাধ্যমে অন্যান্য বিভাগ ও মন্ত্রণালয়ে এ সংক্রান্ত অনুশীলন ও শিক্ষা কর্যক্রম গ্রহণ করা হবে। বাজেটে এ বিষয়ে বরাদ্দ অন্তর্ভূক্ত হবে।

(ঘ) পাইলটিং কখন শুরু এবং কখন সমাপ্ত হবে?

সেপ্টেম্বর ২০২৫ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত।

(ঙ) পাইলটি এর ফলে কতজন ব্যক্তির কি উপকার হবে এবং কি পরিমান অর্ধের সাশ্রয় হবে?

ERD এর সকল কর্মচারী কর্মকর্তা প্রশিক্ষণরে মাধ্যমে উপকৃত হবে। বর্তমান জনবল সংখ্যা ৪২৪ জন। হঠাৎ শ্বাস বন্ধ বা কার্ডিয়াক যন্ত্র বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরিস্থিতিতে প্রাথমিক চিকিৎসার মাধ্যমে জীবনরক্ষা করার দক্ষতা সবাই অর্জন করতে পারবেন ৩ মাস এই Piloting কার্যক্রম করতে আনুমানিক ৫০,০০০ টাকা খরচ হতে পারে। এটি একটি জীবন রক্ষাকারী সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সচেতনতা যার বর্তমান আর্থিক মূল্যায়ন ও সাশ্রয় নির্নয় করা যায় না। প্রাথমিক এ চিকিৎসা ও জ্ঞান এক সময় শিখাতে রুপান্তরিত হতে পারে। ফলশ্রুটি শিখা ও কর্মসংস্থান সুযোগ সৃষ্টি করবে।

পাইলট বাস্তবায়নের সাথে কারা-কারা সম্পৃক্ত হবেন এবং তাদেরকে কীভাবে কাজে লাগানো যাবে?

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা (প্রায় ৪২৪ জন), প্রশিক্ষক (২জন) যারা স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে . PCR মানিকিন, স্বাস্থ্যঅধিদপ্তর থেকে ভাড়া বুকলেট ও ভিজ্যুয়াল সামগ্রী আনায়ন। অফিস বাজেট, খাবার/ নাস্তা/ সনদ অফিস বাজেট থেকে পরিশোধ করা হবে। প্রথম মাস শুধুমাত্র পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি কার্যক্রম বাস্তবয়ন এবং ৩য় মাসে ড্রিল, মডেল রেসপন্সটিম ও BPATC তে প্রতিবেদন প্রেরনের পূর্বে প্রতিবেদম তৈরী মাধ্যমে শেষ হবে। দেখাযাচ্ছে যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী, প্রশিক্ষক স্বাস্থঅধীদপ্তর, বিপিএটিসি গৃহীত হবে, ২য় মাসে প্রশিক্ষণ এই Pilot উদ্যোগের Stakeholder।

পাইলট সংস্কার বাস্তবায়নে বিভিন্ন ধরণের রিসোর্স কীভাবে কী প্রয়োজনে কাজে লাগানো হবে?

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীগন PCR প্রশিক্ষণে অংশগ্রহন করলে তালিকা প্রস্তুত ও প্রশিক্ষণ শেষে স্বীকৃতি সনদ পাবেন। প্রতিটি Wing-এ ১জন CPR Response Officer মনোনীত করা হবে। সচেতনমূলক পোষ্টার/পুস্তিকা প্রকাশ বা অফিসের বোর্ড সহ পাবলিক প্রেস গুলোতে লাগানো হবে। তিন মাস শেষে চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন BPATC তে জমা প্রদান করা হবে। দেখা যাচ্ছে যে পাইলট সংস্কার কর্মকান্ডে Resource Moblilization আছে যা Approach/Strategy মাধ্যমে কালে লাগলো হবে।

সংস্কার উদ্যোগটি সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিস্তারিত কার্যক্রম :

ক্র. নং	কার্যক্রম	কে বাস্তবায়ন করবে	বাস্তবায়নের নির্ধারিত সময়	সমন্বয়ের বিষয়/মন্তব্য
১.	জরুরী PCR Drill-হঠাৎ অসুস্থতার জন্য মক ডেমো	মনোনীত PCR টিম	১ সপ্তাহ	
২.	PCR Response Team গঠন।	প্রতিটি উইং থেকে ১জন করে	২ সপ্তাহ	প্রশাসন উইং
৩.	তথ্যচিত্র ও সচেতনামূলক পোষ্টার অফিসে স্থাপন	কর্মচারীবৃন্দ	২ সপ্তাহ	প্রশাসন উইং, ICT সেল
৪.	প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও প্রশিক্ষক নির্বাচন	স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, রেডক্রিসেন্ট বা ফায়ার সার্ভিসের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে	১ম ও ২য় সপ্তাহ	প্রশাসন অনুবিভাগ
৫.	অংশগ্রহণকরী কর্মকর্তাদের তালিকা তৈরী ও আমন্ত্রন, প্রশিক্ষণ সামগ্রী প্রস্তুত করণ	কর্মচারীবৃন্দ	৩ সপ্তাহ	আইসিটি সেল
৬.	প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকরীকে ফিডব্যাক গ্রহণ	মনোনীত PCR টিম	১ সপ্তাহ	প্রশিক্ষক দল
৭.	PCR প্রতিবেদন প্রস্তুতি ও BPATC তে প্রেরণ			

পাইলট সংস্কার উদ্যোগটি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, এর বন্ধ হওয়া রোধ করা, অভীষ্ট গ্রুপের নিকট এটিকে জনপ্রিয় করা, মনিটরিং কার্যক্রম এবং এর রেপ্লিকেট/রোলিং আউটসহ টেকসইকরণ বিষয়ে কী-কী কৌশল গ্রহণ করা হবে?

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগরে কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং অন্যান্যদের মধ্যে জরুরী প্রস্তুতির বিষয়ে সংবেদনশীল করা, সচেতনতা তৈরী করণসহ সকল কর্মরত জনবলের মধ্যে মৃত্যু শোক ও জরুরী পরিস্থিতিতে মানবিক মহানুভূতি, দাপ্তরিক সহায়তা ও দায়িত্ববোধ গড়ে তোলা বোঝা যায় যে শ্বাসযন্ত্র বা হৃদযন্ত্র বন্ধ হলে কিভাবে প্রাথমিক ভাবে মোকাবেলা করবেন কর্মচারীগণ এ বিষয়ে স্পষ্টনন। আরো বুঝা যায় যে অধিকাংশ দপ্তরগুলো এ রকম পরিস্থিতিতে কিভাবে এটা মোকাবেলা করবেন বা কিভাবে সহায়তা করবেন সে সম্পর্কে স্পষ্ট নন এবং প্রস্তুত ও নন। নিঃসন্দেহে বুঝা যায় যে এধরণের কর্মসূচি মূলত: একটি নৈতিক প্রশাসনিক এবং প্রতিষ্ঠানিক সংস্কার মূলক প্রচেষ্টা। আমি মনে করি যে সারাদেশের কর্মস্থলে এই নীতি বিষয়ক পদক্ষেপ একটি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী নেতৃত্ব গড়ে তুলতে পারে। উপকারের বার্তাটা সকল ক্ষেত্রেই পৌছে দেওয়াটাই এখন গুরুত্বপূর্ণ দায়িক্ত ও চ্যালেঞ্জ। প্রস্তুতি, সহনুভূতি এবং সংবেদনশীলতাই এই সংস্কার মূলক পলিসি কার্যক্রমের প্রধান ভিত্তি। টেকসইতার মধ্যেই এর মর্যদা ও গভীরতা মধ্যে নিহীত। Synergy এবং Trade off গৌণ, মানবিকতা এবং এ সময়ের প্রয়োজনীয়তা এখানে মূখ্য।

118th Senior Staff Course

Enabling RIOs to Bring Changes through Leadership

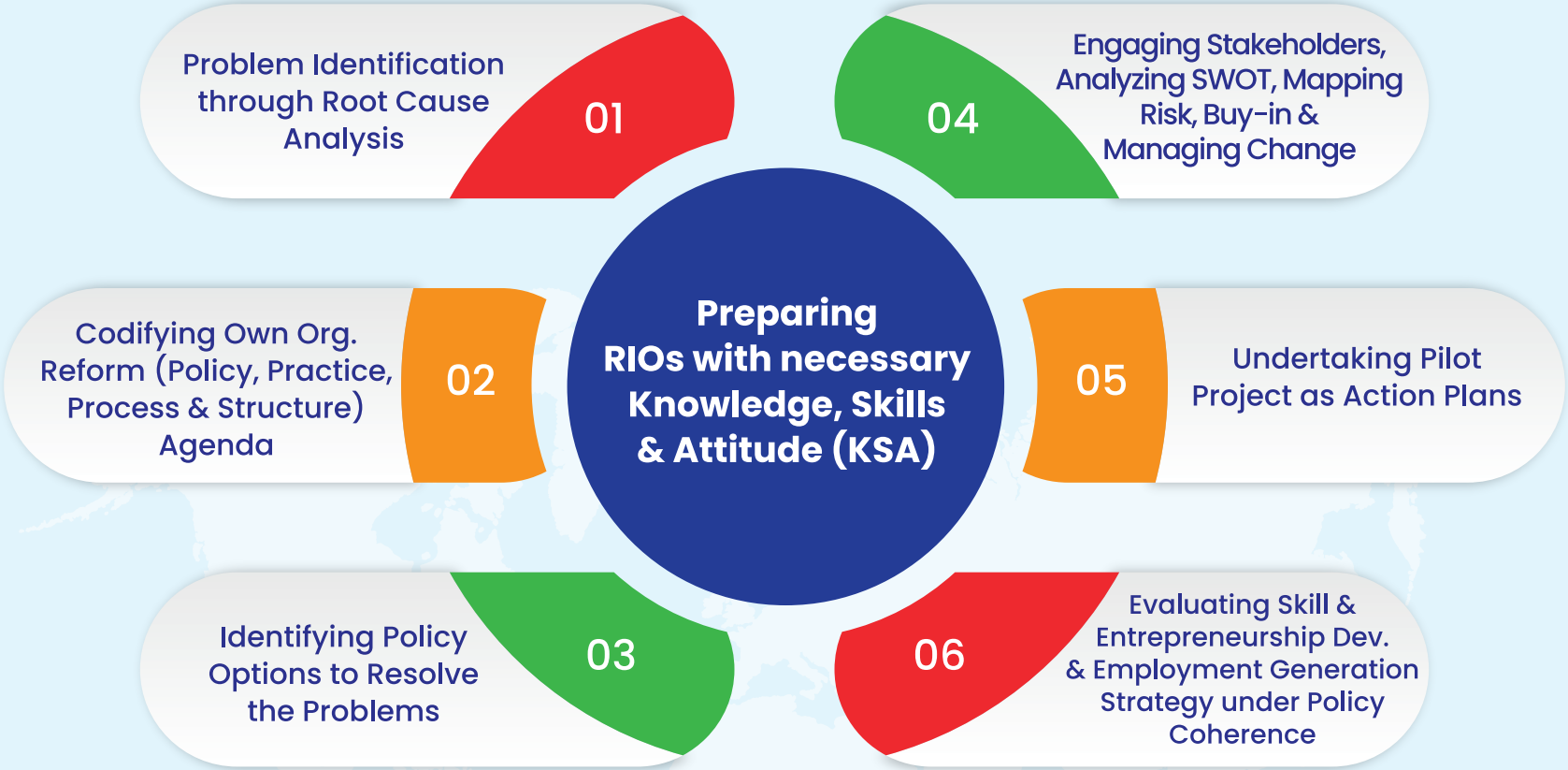

"A civil servant's signature is not power—it is responsibility"

BPATC

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ